সংবাদ

তারিখ ... 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

চুয়াডাঙ্গার ১১৩টি সর. প্রা. স্কুলের শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক (শিশু শ্রেণির) শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। গেল অর্থ বছরে পিইডিপি-থ্রি প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের ৫ হাজার টাকা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। উক্ত অর্থ প্রধান শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ক্রয় করার কথা। তা না করে সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান মিলন প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবিউল মওলা মুকুলের সহযোগিতায় বিধি ভঙ্গ করে ২/৩ জন প্রধান শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করে বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করেন। অভিযোগ উঠেছে,এসব উপকরণ ৮শ' থেকে ১ হাজার টাকায় ক্রয় করে প্রায় ৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ওই চক্রটি। এ অনিয়মের ঘটনা সুষ্ঠ তদন্ত চেয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত আবেদন দিয়েছেন ২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে আজিম উদ্দিন নামে এক প্রধান শিক্ষক। একই সাথে অভিযোগ পত্রের অনুলিপি দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য ৫ লাখ ৬৫ হাজার বরাদ্দ পান। এর মধ্যে ভ্যাট বাদ দিয়ে ৪ হাজার ৭৫০ টাকার উপকরণ কিনতে হবে প্রতিটি বিদ্যালয়কে। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ২/৩ জন প্রধান শিক্ষককে দিয়ে ওই মালামাল ক্রয় করেন। শিক্ষকগণ নিম্নমানের উপকরণ কিনে স্থানীয় প্রতিভাস স্টোর থেকে। জুলাইয়ের তৃতীয় সাপ্তাহে প্রধান শিক্ষক রেজাউল কবীর ও সাবিউল মওলা সরবরাহ করেন। এ সময় ওই টাকা থেকে পরিবহন বাবদ নগদ ৫০০ টাকা উপকরণ নিতে আসা প্রধান শিক্ষকের হাতে ধরিয়ে দেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা মোতাবেক বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে পুলিশ কার, বল, পাজেল, পুতুলসহ ১৮-২০টি আইটেমের একাধিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করার কথা। আর নিয়ম মোতাবেক উপকরণ কেনার টাকা স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও এসএমসির (স্কুল ম্যানেজিং কমিটি) সদস্যদের নিয়ে উপকরণগুলো কিনবেন। কিন্তু উক্ত অর্থ বিদ্যালয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে এম ও বারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাবিউল মওলার অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। আবার অনেক বিদ্যালয় প্রধানগণ মালামাল ক্রয়ের জন্য চাহিদা মাফিক ভাউচার জমা না দিলেও সাবিউল মওলা নিজেই ওই সব বিদ্যালয়ের নামে ভাউচার লিখে জমা দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে, ৬-৭ জন প্রধান শিক্ষক বলেন, সাবিউল মওলা ও রেজাউল কবীর আমাদেরকে একত্রে মালামাল ক্রয়ে উৎসাহিত করেন। তারা বলেন, একত্রে মালামাল ক্রয় করলে কোয়ালিটি ভালো হবে এবং চাহিদার অতিরিক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা যাবে। তাদের এমন আশ্বাসে আমরা তাদের নিকট হতে মালামাল নিতে সম্মত হয়। কিন্তু উপকরণ নেওয়ার সময় দেখি মালামালের কোয়ালিটি এতটাই নিম্নমানের যে ওই গুলি ফুটপাতে বিক্রি হয়। উল্লেখ্য সাবিউল মওলার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অনেক আগে থেকেই নানা অভিযোগ রয়েছে। অনেকেই তাকে অফিসের অলিখিত বড় বাবু/ক্যাশ বাবু বলেই ডাকেন। উপজেলা কর্মকর্তাসহ শিক্ষকদের বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ের বিভিন্ন কাজ তিনি নিজ হাতে করেন। এটা শিক্ষক মহলে ওপেন সিক্রেট। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান মিলনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিযোগকারীরা মালামাল না কিনে নগদ টাকা দাবি করে। আমি দিতে রাজী না হওয়ায় তারা অভিযোগ করেছে। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রমেন্দ্র নাথ পোর্দার বলেন, অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।